তারিখ 30 MAY 2005

ছাত্রদলের 'অপারেশন চারুকলা'

অবরুদ্ধ ভিসি ও প্রক্টর মুক্ত

আহত শতাধিক শিক্ষার্থী

নিগৃহীত সাংবাদিক

ছাত্রদলের ক্যাডারদের নিরাপত্তা বেষ্টনিতে চারুকলা ইনস্টিটিউট ছাড়ছেন ভিসি ও প্রক্টর

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

প্রিয় শিক্ষককে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হারিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে [illegible] নিগৃহীত হওয়ার একদিন পর গতকাল রোববার আবার ছাত্রদলের 'অপারেশন চারুকলা'য় আহত হয়েছে শতাধিক শিক্ষার্থী। নিগৃহীত হয়েছেন শেলাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকরাও। তবে অপারেশন সফল হয়েছে। ছাত্রদল ক্যাডাররা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করে এনেছে তাদের প্রিয় শিক্ষক উপাচার্য এসএমএ ফায়েজকে।

অবরুদ্ধ উপাচার্য এসএমএ ফায়েজকে উদ্ধারের নামে গতকাল ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক ক্যাডার ভিসি ও পুলিশের উপস্থিতিতে চারুকলা ইনস্টিটিউটে এ তাণ্ডব চালায়। এ সময় ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় অর্ধশতাধিক শিক্ষক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। তাদের হামলা থেকে রক্ষা পায়নি চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করতে আসা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী ও [illegible] সাংবাদিকরাও। এ সময় চারুকলায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

ভিসি এসএমএ ফায়েজকে চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের অফিস কক্ষে বেলা ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত আটকে রেখে অবরুদ্ধ করে রাখে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। এ খবর ছাত্রদল নেতা ও ক্যাডারদের কাছে পৌঁছলে তারা চারুকলায় তাণ্ডব চালিয়ে ভিসিকে বের করে নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রছাত্রীরা জানায়, শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল : পৃ ১১ ক ৩

ছাত্রদল : চারুকলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপী নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর সময় পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদে চারুকলার ছাত্ররা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনসহ বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি ঘোষণা করে। গতকাল ছিল কর্মসূচির প্রথম দিন। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রক্টরকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে সেখানে যান। কিন্তু আন্দোলনরত শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাকে ঘেরাও করে ফেলে। তারা ভিসি ও প্রক্টরকে ব্যর্থ আখ্যায়িত করে দু'জনেরই পদত্যাগ দাবি করে। এ সময় আন্দোলনকারীরা দু'জনের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে ভিসি ও প্রক্টর চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের রুমে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা সেখানে গিয়ে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একপর্যায়ে পরিচালকের রুমের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এ সময় চারুকলার কয়েকজন শিক্ষক বের হয়ে ছাত্রদের স্লোগান বন্ধ করতে বলেন। সেই সঙ্গে ভিসির সঙ্গে শনিবারের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে তাদের আশ্বাস দেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা কোন আলোচনা করতে রাজি না হয়ে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকে এবং দাবির সপক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। সেখানে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা জানান, বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে উপাচার্য মোবাইল ফোনে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুনের সঙ্গে কথা বলেন। এর কিছুক্ষণ পরই ছাত্রদলের ঢাবি সভাপতি হাসান মামুন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজসহ প্রায় শতাধিক ক্যাডার চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভেতরে ঢোকে। এ সময় তাদের প্রত্যেকের হাতে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে ছাত্রদলের শতাধিক ক্যাডার। ক্যাডারদের হামলায় আহত দু'একজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের সামনেও পড়েন। তখন আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা চলছিল। আবার অনেকে বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থান নিয়ে আবারও ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। ভিসি ও প্রক্টরকে পাহারা দেয়া ক্যাডাররা তখনও বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কটূক্তি করে। বেলা দেড়টায় ভিসি ও প্রক্টর সাদা রঙের একটি প্রাইভেট কারে চড়ে চারুকলা প্রাঙ্গণ ছেড়ে যান।

ঘটনার প্রতিবাদে চারুকলার বিভিন্ন বিভাগের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী তাৎক্ষণিক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পাদদেশে গিয়ে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। তারা সেখানে [illegible] পর্যন্ত অবস্থান করে।

এ ব্যাপারে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি হাসান মামুনের কাছে জানতে চাইলে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, আমরা চারুকলা ইনস্টিটিউটে আন্দোলনরতদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে যাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা বাধা দিলে তর্কাতর্কিসহ ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনায় যদি ছাত্রদলের কোন নেতাকর্মী জড়িত থাকে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ কা ফিরোজের কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের কাছে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতি সিন্ডিকেটের সভায় উত্থাপন করা হবে। গতকাল বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিন্ডিকেটের সভা বসে।

প্রবেশ পথের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে তারা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। এরপরই ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা হয়। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষক, ছাত্রী, এমনকি কর্তব্যরত সাংবাদিকরাও। অনেকে ছাত্রদল ক্যাডারদের ভয়ে শিক্ষকদের রুমে কিংবা বাথরুমে গিয়ে আত্মগোপন করেও রক্ষা পায়নি, ক্যাডাররা সেখানেও ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এ সময় ছাত্রদল নেতাসহ ক্যাডাররা কিছু শিক্ষকের নাম ধরে গালাগাল করে। তারা চারুকলার ছাত্রছাত্রীদের 'ভণ্ড' ও 'নেশাগ্রস্ত' বলে গালাগাল করে। ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আর্তচিৎকার করলেও ভিসি ও প্রক্টর একবারের জন্যও বাইরে আসেননি। এ সময় বিপুলসংখ্যক পুলিশ সেখানে থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অনেক পুলিশ সদস্য ছাত্রীদের উদ্দেশে বিভিন্ন কটূক্তিও ছুড়ে দেয়। এক বক্তার এ তাণ্ডবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষক কাউসার আহম্মেদ টগর, গ্রাফিক্স ও ডিজাইনের শিক্ষক রতন প্রামাণিক, সিরামিকের শিক্ষক দেবাশীষ পাল, সাবেক শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান, ফ্রন্টের নেতা আকরাম হোসেন, চারুকলা গ্রাফিক্স ও ডিজাইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মেহেদী বানু মিতা, ফ্রন্ট নেত্রী ফারজানা রবি, চারুকলার ছাত্রী সেলিনা সুলতানা সুমি, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র সাথ, দর্শন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ফরহাদ, চারুকলার ছাত্র গোলাম শাহরিয়ার শাহীন, শুভ সাহাসহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়। এদের মধ্যে আবু রায়হানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাথায় অপারেশন করতে হয়েছে। গতকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাকে অপারেশন থিয়েটারে রাখা হয়। এছাড়া আকরাম হোসেনকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে ছাত্রদল ক্যাডাররা দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। এতে তার একটি পা ভেঙে গেছে। আরও কয়েকজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

এ সময় দৈনিক জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মাজহারুল আনোয়ার শিপু, মানবজমিনের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার রিয়াজুল ইসলাম ক্যাডারদের হামলায় আহত হয়েছেন। প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারকে দায়িত্ব পালনকালে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ক্যাডাররা নোট বুক ছিনিয়ে নেয়। কর্তব্যরত অনেক ফটোসাংবাদিকেরও ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ছাত্রদল ক্যাডাররা।

ছাত্রদলের তাণ্ডব শেষে দুপুর দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এসএমএ ফায়েজ ও প্রক্টর আ কা ফিরোজ পরিচালকের কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। তাদের ঘিরে